নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন কার্যালয়
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নির্বাচন-২০২২-২৩
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সরকারি পরিবহণ পুল ভবন, ঢাকা-১০০০।

নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশিকা

প্রকাশক : নির্বাচন কমিশন কার্যালয়
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নির্বাচন ২০২২-২৩
প্রকাশ কাল : মার্চ, ২০২৩ খ্রি.

ভূমিকা

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর তৃতীয় বারের মতো মুক্তিযোদ্ধা সংসদের একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নির্বাচন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রধান উপদেষ্টা এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় অনুমোদিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের একটি সমন্বিত ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে যথাযথভাবে আপলোড করবে।

একই দিনে কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সরকারের একজন সাবেক অতিরিক্ত সচিব-কে, জেলা কমান্ড/মহানগর কমান্ড নির্বাচনের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত প্রয়োজনীয় সংখ্যক অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা কমান্ড নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ জেলা কমান্ডের নির্বাচনে সহকারী রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসকগণ জেলা/মহানগর ও উপজেলা কমান্ডের সকল নির্বাচনের আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে জেলা সমন্বয়কারী হিসেবে মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন। কেন্দ্রীয় কমান্ডের নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক সহকারী রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এ ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের আদেশের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে আপিল দায়ের করা যাবে। কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসারের আদেশের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে আপিল দায়ের করা যাবে। নির্বাচন কমিশনের আদেশ চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

নির্বাচনে ভোটারদের সরাসরি গোপন ভোটে তিনটি স্তরের কমান্ড কাউন্সিলের বিভিন্ন পদে একই দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ভোটার তালিকা হালনাগাদ/চূড়ান্তকরণ ও বিভিন্ন কমান্ডের বিভিন্ন পদে নির্বাচন পরিচালনার নিয়মাবলি সংবলিত এ নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ নির্দেশিকায় লিপিবদ্ধ বিভিন্ন বিষয়াদিতে কোনো অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হলে নির্বাচন কমিশন তা পরিপত্র বা নির্দেশনার মাধ্যমে স্পষ্ট করবে। তা ছাড়া প্রয়োজনবোধে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন সময়ে সময়ে পরিপত্র/নির্দেশনা জারি করবে।

রতন চন্দ্র পন্ডিত
প্রধান সমন্বয়কারী
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নির্বাচন ২০২২-২৩

সূচিপত্র

ক: ভোটার তালিকাসংক্রান্ত নির্দেশিকা

খ: নির্বাচন পরিচালনা নির্দেশিকা

গ: আচরণ নির্দেশিকা

ঘ: পরিশিষ্ট

ক: ভোটার তালিকা সংক্রান্ত নির্দেশিকা

১. ভোটার তালিকার খসড়া প্রস্তুত ও প্রকাশ

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্বাচন কমিশনকে উপজেলাভিত্তিক সমন্বিত খসড়া ভোটার তালিকা সরবরাহ করবে। নির্বাচন কমিশন প্রতি জেলা, মহানগর ও উপজেলার জন্য বর্ণিত তালিকার ০১ (এক) সেট সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কমিশন কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রাথমিক খসড়া ভোটার তালিকা রিটার্নিং/সহকারী রিটার্নিং অফিসার তার কার্যালয়ে নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে প্রকাশ করবেন **(পরিশিষ্ট-১)**। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে খসড়া ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে।

২. দাবি, আপত্তি, সংশোধনী গ্রহণ এবং নিষ্পত্তিকরণ

খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দাবি/আপত্তি জানানো যাবে। খসড়া ভোটার তালিকায় কোনো নাম ডুপ্লিকেট থাকলে বা কোনো মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকলে বা কোনো করণিক ভুল থাকলে, তা সাদা কাগজে দরখাস্ত আকারে উপজেলা কমান্ডের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও রিটার্নিং অফিসারের নিকট এবং মহানগর কমান্ডের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, যিনি মহানগর কমান্ডের রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন, এর নিকট নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপত্তি দাখিল করা যাবে। দরখাস্তে আবেদনকারীর পূর্ণাঙ্গ নাম, ঠিকানা, পরিচয় ও টেলিফোন/মোবাইল নম্বর (যদি থাকে) থাকতে হবে। রিটার্নিং অফিসার আবেদন গ্রহণ করবেন। ভোটার তালিকা কেন্দ্রীয়ভাবে করা হয়েছে বিধায় অনুরূপ দাবি/আপত্তি (যদি থাকে) প্রাপ্তির পরদিন আবশ্যিকভাবে জেলা ভিত্তিক বিবরণী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৩. চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত, প্রকাশ ও মুদ্রণ

খসড়া ভোটার তালিকার উপর দাবি/আপত্তি প্রাপ্তির পর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত করে নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। নির্বাচন কমিশন কার্যালয় প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা মুদ্রণ করে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল উপজেলা ও মহানগরে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রেরণ নিশ্চিত করবে। অতঃপর রিটার্নিং অফিসার বিজ্ঞপ্তির **(পরিশিষ্ট-২)** মাধ্যমে প্রকাশ করবে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হবে। যে-কোনো ভোটার অথবা প্রার্থী রিটার্নিং/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় হতে প্রতি পৃষ্ঠা ৫ (পাঁচ) টাকা হারে চূড়ান্ত ভোটার তালিকার কপি ক্রয় করতে পারবেন।

৪. ভোটার তালিকা মুদ্রণ ব্যয়

ভোটার তালিকা মুদ্রণ সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাহ করা হবে।

৫. নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ভোটার তালিকা প্রণয়ন/হালনাগাদকরণের জন্য নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনবোধে সময়ে সময়ে নির্দেশনা/পরিপত্র জারি করবে এবং তদানুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৬. ভোটার তালিকা প্রণয়ন/হালনাগাদসংক্রান্ত কাজে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক দায়িত্ব প্রদত্ত কোনো পদে কর্মকর্তা না থাকলে উক্ত পদে কর্মরত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন করবেন।

খ: নির্বাচন পরিচালনা নির্দেশিকা

১. মুক্তিযোদ্ধা সংসদের স্তর ও পদসমূহ

মুক্তিযোদ্ধা সংসদের তিন স্তরে যথা কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, জেলা/মহানগর ও উপজেলা কমান্ডের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বর্ণিত কমান্ড কাউন্সিলের পদগুলো নিম্নরূপ:

১.১ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল

১)	চেয়ারম্যান	-	১জন
২)	ভাইস চেয়ারম্যান	-	৬জন
৩)	মহাসচিব (প্রশাসন)	-	১জন
৪)	মহাসচিব (অর্থ ও পরিকল্পনা)	-	১জন
৫)	মহাসচিব (কল্যাণ ও পুনর্বাসন)	-	১জন
৬)	যুগ্ম মহাসচিব	-	৪জন
৭)	সাংগঠনিক সম্পাদক	-	১জন
৮)	সহ সাংগঠনিক সম্পাদক	-	৪জন
৯)	সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য	-	১৫জন
১০)	কার্যকরী সদস্য	-	৭জন
	মোট পদ সংখ্যা	-	৪১টি

১.২ জেলা কমান্ড/মহানগর কমান্ড

১)	জেলা কমান্ডার	-	১জন
২)	ডেপুটি জেলা কমান্ডার	-	২জন
৩)	সহকারী কমান্ডার (সাংগঠনিক)	-	১জন
৪)	সহকারী কমান্ডার (প্রচার)	-	১জন
৫)	সহকারী কমান্ডার (তথ্য ও গবেষণা)	-	১জন
৬)	সহকারী কমান্ডার (অর্থ)	-	১জন
৭)	সহকারী কমান্ডার (সাহিত্য ও সংস্কৃতি)	-	১জন
৮)	সহকারী কমান্ডার (ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ)	-	১জন
৯)	সহকারী কমান্ডার (ক্রীড়া)	-	১জন
১০)	সহকারী কমান্ডার (শ্রম ও জনশক্তি)	-	১জন
১১)	সহকারী কমান্ডার (দপ্তর)	-	১জন
১২)	সহকারী কমান্ডার (প্রকল্প ও সমবায়)	-	১জন
১৩)	সহকারী কমান্ডার (শিক্ষা, পাঠাগার ও মিলনায়তন)	-	১জন
১৪)	কার্যকরী সদস্য	-	৩জন
	মোট পদ সংখ্যা	-	১৭টি

১.৩ উপজেলা কমান্ড

১)	উপজেলা কমান্ডার	-	১জন
২)	উপজেলা ডেপুটি কমান্ডার	-	১জন
৩)	সহকারী কমান্ডার (সাংগঠনিক)	-	১জন
৪)	সহকারী কমান্ডার (পুনর্বাসন, সমাজকল্যাণ-শহিদ ও যুদ্ধাহত)	-	১জন
৫)	সহকারী কমান্ডার (তথ্য ও গবেষণা)	-	১জন
৬)	সহকারী কমান্ডার (অর্থ)	-	১জন
৭)	সহকারী কমান্ডার (ক্রীড়া ও সংস্কৃতি)	-	১জন
৮)	সহকারী কমান্ডার (দপ্তর ও পাঠাগার)	-	১জন
৯)	সহকারী কমান্ডার (ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ)	-	১জন
১০)	কার্যকরী সদস্য	-	২জন
	মোট পদ সংখ্যা	-	১১টি

২. প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা, অযোগ্যতা ও প্রার্থীতা সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়

২.১ প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা

মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, জেলা/মহানগর ও উপজেলা কমান্ড নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা নিম্নরূপ:

(১) কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের জন্য বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত যে-কোনো উপজেলা/মহানগর ভোটার তালিকায়;
(২) জেলা কমান্ডের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলার যে-কোনো উপজেলায় ভোটার তালিকায়;
(৩) মহানগর (৮টি বিভাগীয় শহর) কমান্ডের জন্য সংশ্লিষ্ট মহানগরের ভোটার তালিকায় এবং
(৪) উপজেলা কমান্ডের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলার ভোটার তালিকায় নাম থাকতে হবে।

২.২ প্রার্থী হওয়ার অযোগ্যতা

ভোটার তালিকাভুক্ত থাকা সত্ত্বেও কোনো বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য হবেন, যদি তিনি

ক) জেলা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কোনো রাজনৈতিক বা তার অঙ্গদলের কার্যকরী পরিষদের সদস্য হন;

খ) মানসিক বিকারগ্রস্থ হন;

গ) কোনো ফৌজদারি বা নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে অন্যূন দুই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তার মুক্তি লাভের পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত না হয়;

ঘ) স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধি বা সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি গ্রহণ না করেন।

২.৩ একাধিক কমিটি ও একাধিক পদে নির্বাচন নিষিদ্ধ

একজন ভোটার (১) কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল (২) জেলা কমান্ড (৩) মহানগর কমান্ড ও (৪) উপজেলা কমান্ড নির্বাচনে যে-কোনো একটি স্তরে এবং একটি মাত্র পদে প্রার্থী হতে পারবেন। এক ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক পদে বা একাধিক স্তরে বিভিন্ন পদে প্রার্থী হতে পারবেন না।

৩. রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ

তিন স্তরের কমান্ড কাউন্সিল নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করেছে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দেশনা এবং সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য নির্দেশনা অনুযায়ী রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও সহায়ক কর্মকর্তাগণ দায়িত্ব পালন করবেন। রিটার্নিং অফিসারগণ সহকারী রিটার্নিং অফিসারদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষেত্র বিশেষে অধিক্ষেত্র সম্পর্কে নির্দেশনা দিবেন। তিন স্তরের কমান্ড কাউন্সিল নির্বাচন পরিচালনার জন্য পরিপত্র দ্বারা রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা হবে।

৩.১ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল নির্বাচন: কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল নির্বাচনে সরকারের একজন সাবেক অতিরিক্ত সচিব রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়াও সকল জেলা প্রশাসক কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল নির্বাচনে সহকারী রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন। তাছাড়া, উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ সহায়ক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩.২ জেলা কমান্ড নির্বাচন: জেলা কমান্ড নির্বাচনে জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। জেলা কমান্ডের নির্বাচনে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ সহকারী রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩.৩ মহানগর কমান্ড নির্বাচন: মহানগর কমান্ড নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। জেলা প্রশাসক জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণের মধ্য হতে একজন সিনিয়র সহকারী কমিশনারকে সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করবেন।

৩.৪ উপজেলা কমান্ডের নির্বাচন: উপজেলা কমান্ডের নির্বাচনে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত সহকারী কমিশনার (ভূমি)/উপজেলা কৃষি অফিসার/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (যে-কোনো একজন) সহকারী রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন।

৩.৫ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নির্বাচন-২০২২-২৩ কাজে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক দায়িত্ব প্রদত্ত কোনো পদে কর্মকর্তা না থাকলে উক্ত পদে কর্মরত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন করবেন।

৪. নির্বাচনের ধাপসমূহ, মনোনয়নপত্র দাখিল ও গ্রহণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের তিন স্তরের নির্বাচন একই দিনে একই সাথে অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য বিভিন্ন পদে সারা দেশে একযোগে মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হবে। মনোনয়নপত্রের নমুনা ফর্ম **(পরিশিষ্ট-৩)**-এ সংযুক্ত আছে। নির্বাচনে যে-সব ধাপসমূহ প্রতিপালন করতে হবে তা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হলো।

৪.১ ধাপসমূহ: তিন স্তরের কমান্ড কাউন্সিলের বিভিন্ন পদে একই দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ধাপগুলো নিম্নরূপ:

ক) খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ **(পরিশিষ্ট-১)**;

খ) খসড়া ভোটার তালিকার উপর দাবি, আপত্তি, সংশোধনীর আবেদন গ্রহণ;

গ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক দাবি, আপত্তি ও সংশোধনীর আবেদন নিষ্পত্তি;

ঘ) দাবি, আপত্তি ও সংশোধনী আবেদন নিষ্পত্তি অন্তে খসড়া ভোটার তালিকা সংশোধন;

ঙ) চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ **(পরিশিষ্ট-২)**;

চ) মনোনয়নপত্র দাখিল;

ছ) মনোনয়নপত্র বাছাই;

জ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের;

ঝ) আপিল নিষ্পত্তি;

ঞ) মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার;

ট) চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ;

ঠ) প্রতীক বরাদ্দ;

ড) ভোট গ্রহণ;

ঢ) ফলাফল প্রকাশ;

৪.২ নির্বাচনি তফশিল স্থানীয়ভাবে প্রচার

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত নির্বাচনি তফশিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার সুবিধার্থে মনোনয়নপত্র দাখিলের স্থান, তারিখ ও সময় সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণ স্থানীয়ভাবে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৪.৩ মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও দাখিল

বিভিন্ন পদে প্রার্থী হতে ইচ্ছুক মুক্তিযোদ্ধাগণ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত মনোনয়ন ফর্ম **(পরিশিষ্ট-৩)** নগদ **দুইশত টাকার (অফেরতযোগ্য)** বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় হতে সংগ্রহ করতে পারবেন। মনোনয়ন ফর্ম যথাযথভাবে পূরণ করে ফর্মে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসারে যাবতীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারদের অফিসে জামানতের অর্থসহ জমা দিবেন। রিটার্নিং অফিসারগণ মনোনয়নপত্র প্রাপ্তির পর বাছাইয়ের স্থান, তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করে প্রাপ্তি স্বীকারের অংশ প্রার্থী বা তাঁর প্রতিনিধির নিকট প্রদান করবেন।

৪.৪ মনোনয়নপত্র দাখিলের নিয়মাবলি

ক) মনোনয়নপত্রের প্রতিটি ঘর যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে। কোনো ঘর অসম্পূর্ণ বা খালি রাখা যাবে না;

খ) মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় মনোনয়নপত্র ক্রয়ের রসিদ সংযুক্ত করতে হবে;

গ) প্রযোজ্য পদের জন্য ধার্যকৃত জামানতের অর্থ জমাদানের রসিদ সংযুক্ত করতে হবে;

ঘ) মনোনয়নপত্রে প্রস্তাবকারী, সমর্থনকারী এবং প্রার্থীকে তাঁর জন্য নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে;

ঙ) বর্ণিত নিয়মাবলি প্রতিপালনে ব্যর্থতায় মনোনয়নপত্র বাতিল হবে;

চ) মনোনয়পত্রে বর্ণিত তথ্য ভুল প্রমাণিত হলে মনোনয়নপত্র বাতিল হবে।

৪.৫ জামানত

মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রত্যেক প্রার্থীকে নিম্নবর্ণিত হারে রিটার্নিং অফিসার বরাবর পে-অর্ডার/ডিডি-এর মাধ্যমে জামানত প্রদান করতে হবে।

ক) কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল: চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীর জন্য ১৫,০০০/- টাকা, ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের জন্য ১০,০০০/- টাকা, মহাসচিব পদপ্রার্থীর জন্য ১০,০০০/- টাকা এবং অবশিষ্ট পদপ্রার্থীদের জন্য ৫,০০০/- টাকা।

খ) জেলা/মহানগর কমান্ড: কমান্ডার পদপ্রার্থীর জন্য ৫,০০০/- টাকা, ডেপুটি ইউনিট কমান্ডার পদপ্রার্থীর জন্য ৩,০০০/- টাকা এবং অবশিষ্ট পদপ্রার্থীদের জন্য ২,০০০/- টাকা।

গ) উপজেলা কমান্ড: কমান্ডার পদপ্রার্থীর জন্য ৩,০০০/- টাকা, ডেপুটি কমান্ডার পদপ্রার্থীর জন্য ২,০০০/- টাকা এবং অবশিষ্ট পদপ্রার্থীদের জন্য ১,০০০/- টাকা।

উক্ত অর্থ প্রাপ্তির প্রমাণস্বরূপ রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসার রসিদ প্রদান করবেন।

৪.৬ জামানত ফেরত বা বাজেয়াপ্ত

কোনো প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হলে অথবা তিনি তাঁর প্রার্থিতা প্রত্যাহার করলে বা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে, তাঁর উক্ত প্রার্থিতার বিপরীতে প্রদত্ত জামানত উক্ত প্রার্থীকে বা জামানত প্রদানকারীর বৈধ প্রতিনিধিকে যথাশীঘ্র সম্ভব ফেরত প্রদান করতে হবে।

ভোট গ্রহণ ও ভোট গণনা সমাপ্ত হবার পর যদি দেখা যায় যে, কোনো প্রার্থী সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের এক-অষ্টমাংশ অপেক্ষা কম ভোট পেয়েছেন, তা হলে তাঁর জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করে নির্বাচন কমিশনের অনুকূলে জমা করা হবে। অনুরূপ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থ ও মনোনয়নপত্র বিক্রির অর্থ রিটার্নিং অফিসারগণ যথানিয়মে নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করবেন।

কোনো প্রার্থীকে জামানতের টাকা ফেরত দিতে হলে, রিটার্নিং অফিসারের দস্তখত এবং সিলমোহরসহ অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হবে।

৪.৭ মনোনয়নপত্র বাছাই

রিটার্নিং অফিসারগণ প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক উপস্থিত প্রার্থী বা তাঁর প্রতিনিধির সম্মুখে মনোনয়নপত্র বাছাই করবেন। মনোনয়নপত্রে অমার্জনীয় ত্রুটি থাকার কারণে (অসম্পূর্ণ মনোনয়নপত্র, চাহিত কাগজাদির অভাব, প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর করার যোগ্য নন বা তাঁদের স্বাক্ষর সঠিক নয় ইত্যাদি) রিটার্নিং অফিসার মনোনয়নপত্র বাতিল করবেন। তবে সারবত্তাহীন ত্রুটি বা করণিক ত্রুটির কারণে মনোনয়নপত্র বাতিল করা যাবে না। মনোনয়নপত্র বাছাই শেষে রিটার্নিং অফিসার **পরিশিষ্ট-৪ (সংলাগ-ক, খ ও গ)** অনুসারে পদভিত্তিক একটি বৈধ তালিকা প্রস্তুত করবেন। তৎপূর্বে যাঁদের মনোনয়নপত্র বাতিল হবে তাঁদের জানিয়ে দিবেন এবং ইচ্ছুক প্রার্থীগণকে মনোনয়নপত্র বাতিলের কারণ সংবলিত সার্টিফাইড কপি প্রদান করবেন।

৪.৮ আপিল

জেলা/মহানগর এবং উপজেলা কমান্ড নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক মনোনীত একজন নির্বাচন কমিশনার আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক কোনো মনোনয়নপত্র বাতিল হলে তার বিরুদ্ধে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থী বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি আপিল দায়ের করতে পারবেন।

৪.৯ প্রার্থিতা প্রত্যাহার

মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর বৈধ প্রার্থীগণ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারীকৃত সময়সূচি অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখের সর্বশেষ সময়ের মধ্যে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে পারবেন। উল্লিখিত প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরিত আবেদন ব্যক্তিগতভাবে অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে। প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রেরিত প্রত্যাহারের আবেদনের স্বাক্ষর ও মনোনয়নপত্রের স্বাক্ষর এক হতে হবে। প্রার্থী কর্তৃক সরাসরি দাখিলকৃত প্রত্যাহারপত্রে স্বাক্ষর ও মনোনয়নপত্রের স্বাক্ষর অমিল পরিলক্ষিত হলে পুনরায় স্বাক্ষর নেওয়া যাবে। উল্লিখিত শর্তসমূহ যথাযথভাবে পালিত না হলে প্রত্যাহারের আবেদন গৃহীত হবে না।

৪.১০ প্রতীক বরাদ্দ

প্রত্যেক প্রার্থী/প্যানেল নিম্নবর্ণিত তালিকা থেকে পছন্দ মতো যে কোন একটি নির্বাচনী প্রতীক পছন্দ করবেন এবং প্রার্থিত প্রতীক মনোনয়ন পত্রের নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করবেন। প্যানেলভিত্তিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্যানেল-প্রধান প্রতীক বরাদ্দের দিন লিখিত ভাবে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্যানেল প্রতীক বরাদ্দের জন্য আবেদন করবেন। যদি একই প্রতীকের জন্য একাধিক দাবীদার থাকে তবে প্রার্থীদের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে অথবা প্রয়োজন বোধে রিটার্নিং অফিসার লটারির মাধ্যমে প্রতীক বরাদ্দ করবেন। প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশন অতিরিক্ত প্রতীক বরাদ্দ দিবেন।

৪.১০.১ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রতীকসমূহের তালিকা:

১. আনারস ২. কাপ-পিরিচ ৩. চশমা ৪. আপেল ৫. ইট ৬. রেডিও ৭. জাহাজ ৮. টাইপ রাইটার ৯. টেবিল	১০. টেলিফোন ১১. টেলিভিশন ১২. তালা ১৩. ক্যারাম বোর্ড ১৪. দোয়াত-কলম ১৫. প্রজাপতি ১৬. খেজুর গাছ ১৭. মাইক ১৮. গ্লাস	১৯. ঠেলাগাড়ি ২০. হাঁস ২১. উড়োজাহাজ ২২. কুমির ২৩. খরগোস ২৪. গিটার ২৫. টিয়া পাখি ২৬. ডাব ২৭. তিরধনুক	২৮. পেঁপে ২৯. ফুটবল ৩০. ফেজ টুপি ৩১. ফ্লাক্স ৩২. বই ৩৩. বালতি ৩৪. বাঁশি ৩৫.বৈদ্যুতিক বাল্ব ৩৬. লাটিম	৩৭. হরিণ ৩৮. আলমারি ৩৯. ময়ূর ৪০. একতারা ৪১. করাত ৪২. কেটলি ৪৩. ক্যামেরা ৪৪. ক্রিকেট ব্যাট ৪৫. সিংহ

৪.১০.২ জেলা/মহানগর কমান্ড কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রতীকসমূহের তালিকা:

১. ঘুড়ি ২. চিংড়ি ৩. চাঁদ ৪. টিউব-ওয়েল ৫. টিফিন ক্যারিয়ার ৬. তবলা	৭. খাট ৮. নোঙর ৯. পদ্ম ফুল ১০. পাগড়ী ১১. পানপাতা ১২. বক	১৩. বাস ১৪. বৈদ্যুতিক পাখা ১৫. হেলিকপ্টার ১৬. বেলুন ১৭. মোরগ ১৮. রেল ইঞ্জিন

৪.১০.৩ উপজেলা কমান্ড কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রতীকসমূহের তালিকা:

১. সেলাই মেশিন ২. স্যুটকেস ৩. কমলা ৪. হাতী ৫. কম্পিউটার	৬. ঢেঁকি ৭. রজনিগন্ধা ৮. কলস ৯. থালা ১০. বেঞ্চ	১১. ঘোড়া ১২. দিয়াশলাই ১৩. লিচু ১৪. কলার ছড়া

৪.১১ প্রার্থীর মৃত্যু

কোনো পদের বিপরীতে কোনো বৈধ প্রার্থী মৃত্যুবরণ করলে অবশিষ্ট প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তবে ব্যালট পেপার মুদ্রণের পর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মৃত্যুবরণ করলে ব্যালট পেপারে তাঁর নাম থেকে যাবে। এ ক্ষেত্রে ভোট গ্রহণের দিন ভোটকেন্দ্রে বিজ্ঞপ্তি আকারে ভোটারদের অবগত করা হবে অথবা প্রিজাইডিং অফিসার ব্যালট পেপারে উক্ত নামটি চিহ্নিত করে দিবেন। বৈধ প্রার্থী মৃত্যুবরণের পর যদি একজন মাত্র প্রার্থী অবশিষ্ট থাকে তবে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হবেন।

৪.১২ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন

কোনো পদে একজন মাত্র বৈধ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী থাকলে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হবেন। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত সময়সীমার পর রিটার্নিং অফিসার অনুরূপ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা নির্বাচন কমিশনকে জানাবেন।

৪.১৩ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুত ও নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ

বিভিন্ন পদে একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রতীকসহ একটি তালিকা রিটার্নিং অফিসার প্রস্তুত করে তাঁর এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে প্রকাশ করবেন। সেই সাথে উক্ত তালিকার ২ (দুই) কপি অনতিবিলম্বে নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করবেন। তালিকায় নির্বাচনের তারিখ ও সময় উল্লেখ করে রিটার্নিং অফিসার প্রার্থীদের অবহিত করবেন। উল্লেখ্য যে, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী সকাল ৯.০০টা হতে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ চলবে। তবে ৪.০০টার মধ্যে যে-সকল ভোটার ভোটকেন্দ্রের বেষ্টনীর মধ্যে থাকবেন তাঁদের ভোট গ্রহণ করতে হবে। ভোট গ্রহণের সময়সূচি ভোটারদের জানানোর জন্য ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.১৪ ব্যালট পেপার মুদ্রণ

উপজেলা, জেলা ও মহানগর কমান্ড কাউন্সিল নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপার জেলা প্রশাসক মুদ্রণের ব্যবস্থা নিবেন। কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের ব্যালট পেপার নির্বাচন কমিশন কর্তৃক মুদ্রণ করা হবে। উপজেলা কমান্ড নির্বাচনের ব্যালট পেপারের রং হবে হালকা নীল এবং জেলা ও মহানগর কমান্ড নির্বাচনের ব্যালট পেপারের রং হবে যথাক্রমে হালকা হলুদ ও হালকা সবুজ। কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল নির্বাচনের ব্যালটের রং হবে হালকা লাল।

৫. ভোটকেন্দ্র স্থাপন ও ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ

৫.১ ভোটকেন্দ্র স্থাপন

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের তিনটি স্তরের বিভিন্ন পদে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রতি উপজেলা/জোনে সুবিধাজনক কোনো পাবলিক প্রতিষ্ঠান অথবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটি করে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ভোটকেন্দ্র স্থাপনের প্রতিষ্ঠান ও ভোটকেন্দ্রের কক্ষ সংখ্যা সংবলিত একটি অফিস আদেশ রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দিতে হবে। **গড়ে প্রতি ২০০ ভোটারের জন্য একটি ভোট কক্ষ (বুথ) স্থাপন করতে হবে।** সাবলীল গতিতে ভোট গ্রহণের সুবিধার্থে একটি ভোটকক্ষে (বুথ) ২/৩টি ভোট প্রদানের স্থান (মার্কিং প্লেস) তৈরী করা যেতে পারে। প্রতিটি ভোট প্রদানের স্থানে হালকা ঘেরাও দিয়ে চেয়ার ও টেবিল বসানো যেতে পারে। ভোটকেন্দ্রে ভোটারগণ যেন দাড়িয়ে না থেকে বসতে পারেন এবং বসে ভোট দিতে পারেন সেজন্য রিটার্নিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ভোটকেন্দ্রের

সীমানা/চৌহদ্দি এবং ভোট কক্ষ প্রস্তুতের জন্য রিটার্নিং অফিসার/প্রিজাইডিং অফিসারগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। জেলা/মহানগর কমান্ড নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসারগণ নিজ নিজ অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার ভোটকেন্দ্রের তালিকা সংগ্রহ/প্রস্তুত করবেন এবং তা নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করবেন। ভোটারগণ যেন স্বাচ্ছন্দে ভোট প্রদান করতে পারে তা বিবেচনায় রেখে সুপরিসর স্থান চিহ্নিত করে ভোটকেন্দ্র নির্বাচন করতে হবে।

৫.২ ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ

প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য একজন প্রিজাইডিং এবং প্রতি কক্ষের জন্য একজন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও দুজন পোলিং অফিসার নিয়োগ করতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের মধ্য হতে প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ করতে হবে। উল্লিখিত অফিস বা প্রতিষ্ঠানের ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের মধ্য হতে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও ৩য় শ্রেণির কর্মচারীদের মধ্য হতে পোলিং অফিসার নিয়োগ করতে হবে।

৫.৩ ব্যালট পেপার সংগ্রহ ও বিতরণ

জেলা প্রশাসক প্রতিনিধির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন হতে কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের জন্য তাঁর জেলার সকল ব্যালট পেপার সংগ্রহ করবেন। অতঃপর তিনি জেলা, মহানগর ও উপজেলা কমান্ডের মুদ্রিত ব্যালট এবং সংগ্রহকৃত ব্যালট পেপারসমূহ সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার তথা জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের মধ্যে বিতরণ করবেন। রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসার ভোট গ্রহণের পূর্বে ব্যালট পেপারের সংখ্যা, ব্যালট নম্বর ও মুদ্রিত বিভিন্ন তথ্য যাচাই-বাছাই করে নিশ্চিত হবেন।

৫.৪ ভোটকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা

ভোট গ্রহণের পূর্বের দিনই বেষ্টনী, ভোট কক্ষ, ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার গোপন কক্ষ প্রস্তুত করে রাখতে হবে। প্রিজাইডিং অফিসারগণ ব্যালট পেপার ব্যতীত সকল দ্রব্যাদি ভোট গ্রহণের পূর্বের দিন সহকারী রিটার্নিং অফিসার/সহায়ক কর্মকর্তাদের নিকট হতে গ্রহণ করে নিরাপদ হেফাজতে রাখবেন। প্রিজাইডিং অফিসারগণ ভোট গ্রহণের দিন ভোট গ্রহণ শুরুর কমপক্ষে ২ ঘন্টা পূর্বে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসার/সহায়ক কর্মকর্তার নিকট হতে ব্যালট পেপার গ্রহণ করে সরাসরি ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যাবেন। রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণ ভোটকেন্দ্রের সার্বিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন।

৫.৫ মেডিকেল টিম স্থাপন

ভোটারগণ সকলেই বয়স্ক বিবেচনায় ভোটকেন্দ্রে জরুরি চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৬. মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয়/সংগ্রহ

স্থানীয়ভাবে রিটার্নিং অফিসারগণকে যে-সব মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয়/সংগ্রহ করতে হবে তার তালিকা নিম্নরূপ

ক) ক্রয়

১.	কলম	-	ভোটকেন্দ্রের কাজে নিয়োজিত প্রতি অফিসারের জন্য একটি
২.	সাদা কাগজ	-	প্রতি ভোটকেন্দ্রে আধা দিস্তা
৩.	কার্বন	-	প্রতি ভোটকেন্দ্রে ২ শিট
৪.	ছুরি	-	প্রতি ভোটকেন্দ্রে ১টি

৫.	মোমবাতি	-	প্রতি ভোটকেন্দ্রে ১ প্যাকেট (বড়ো)
৬.	গাম পট	-	প্রতি ভোটকেন্দ্রে ১ পট
৭.	অফিসিয়াল সিল	-	প্রতি ভোটকেন্দ্রে ভোট কক্ষের জন্য ১টি
৮.	চটের থলি	-	প্রতি ভোট কক্ষের জন্য ছোট ১টি এবং প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য বড়ো ১টি
৯.	লোহা/প্লাস্টিকের স্কেল	-	প্রতি ভোট কক্ষের জন্য ১টি
১০.	অমোচনীয় কালির বলয় (মার্কার)	-	প্রতি ভোট কক্ষের জন্য ১টি
১১.	গালা	-	প্রয়োজনানুসারে
১২.	বিবিধ	-	প্রয়োজনানুসারে

খ) সংগ্রহ

১.	ব্যালট বক্স	-	প্রতি কেন্দ্রে প্রতি কক্ষে কমপক্ষে ৩টি করে (বড়ো)
২.	মার্কিং সিল	-	প্রতি কক্ষের জন্য ৬টি করে
৩.	দেওয়াল পত্র (স্টিকার)	-	ভোট কক্ষ, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার
৪.	ব্যালট বক্সের জন্য স্টিকার	-	প্রয়োজনানুসারে
৫.	বিভিন্ন রকম ফর্ম (ফর্ম-১, ফর্ম-২, ফর্ম-৩ ইত্যাদি)	-	(ব্যালট পেপার হিসাব, ফলাফল ঘোষণা, ভোট গণনার ঘোষণাপত্র, ভোট গণনার বিবরণী ইত্যাদি)
৬.	বিবিধ	-	প্রয়োজনানুসারে

৭. ভোটদান প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি

৭.১ ভোটদান প্রক্রিয়া: বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের (ক) কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, (খ) জেলা এবং (গ) উপজেলা কমান্ড নির্বাচনে ভোট প্রদানের লক্ষ্যে একজন ভোটার তিন রঙের তিনটি ব্যালট পেপার পাবেন। প্রতিটি ব্যালট পেপারে নাম ও প্রতীকের বিপরীতে মার্কিং সিল দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে। তারপর যে রঙের ব্যালট পেপার সে রং চিহ্নিত ব্যালট বাক্সে ফেলতে হবে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মহানগরীর ভোটারগণ শুধু মাত্র সংশ্লিষ্ট মহানগর কমান্ড এবং কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলে ভোট প্রদান করবেন।

প্রতি কমান্ডে কিছু কিছু ক্ষেত্রে একই নামে একাধিক পদ রয়েছে। এমন কোনো পদে নির্ধারিত পদ সংখ্যার অধিক ভোট প্রদান করা হলে সে পদের সকল ভোট বাতিল মর্মে গণ্য হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলে যুগ্ম মহাসচিব পদ সংখ্যা ০৪ (চার)টি। এ পদে ০৪ (চার) এর অধিক প্রার্থীকে ভোট দেওয়া হলে যুগ্ম মহাসচিব পদের সব ভোট বাতিল হবে। তবে অন্যান্য পদের ভোট বৈধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৭.২ অক্ষম ভোটারের ভোটদান: যদি কোনো ভোটার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বা দৈহিক কোনো অক্ষমতার জন্য কোনো সঙ্গী ছাড়া ভোট দিতে অসমর্থ হন সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং /উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুমতিক্রমে কোনো সঙ্গীকে তাঁকে সহায়তার অনুমতি দিতে পারেন। যদি অক্ষমতা এমন হয় যে, ভোটার নিজে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করতে পারবেন না, তা হলে ভোটারের নির্দেশ মতে তাঁর সঙ্গীই ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান করতে পারবেন।

৭.৩ ভোটকেন্দ্রে প্রার্থীর প্রতিনিধির উপস্থিতি: ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেলের পক্ষে ১ (এক)জন করে মুক্তিযোদ্ধা এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী নিজে কিংবা তাঁর প্রতিনিধি (যিনি মুক্তিযোদ্ধা) উপস্থিত থাকতে পারবেন।

৭.৪ **ভোট গ্রহণ বন্ধ ঘোষণা:** যদি নির্বাচন চলাকালীন কোনো সময় প্রিজাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোনো কারণে ভোট গ্রহণ বিঘ্নিত বা বাধাগ্রস্ত হয় এবং ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুনরায় তা শুরু করা সম্ভব না হয়, তা হলে তিনি অনতিবিলম্বে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম বন্ধ করবেন এবং রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করবেন। ভোটকেন্দ্রে ব্যবহৃত কোনো ব্যালট বাক্স প্রিজাইডিং অফিসারের হেফাজত হতে বেআইনিভাবে অপসারণ করা হলে বা দুর্ঘটনাক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করা হলে বা হারিয়ে গেলে সে ক্ষেত্রে উক্ত ভোটকেন্দ্রের ফলাফল নির্ধারণ করা যাবে না, সে ক্ষেত্রেও প্রিজাইডিং অফিসার ভোট গ্রহণ বন্ধ করে দেবেন এবং রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করবেন। রিটার্নিং অফিসার অনতিবিলম্বে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করবেন এবং যথা শীঘ্র সম্ভব নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন নিয়ে নতুনভাবে ভোট গ্রহণের জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করবেন।

৭.৫ পুনঃ ভোট গ্রহণ/নতুনভাবে ভোট গ্রহণের অনুমতি

নির্বাচন কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, বিভিন্ন কমান্ড নির্বাচনে বিভিন্ন পদে অন্যান্য ভোটকেন্দ্রের ভোটের ফলাফলের দ্বারা নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, তবে ভোট গ্রহণ বন্ধ রাখা কেন্দ্র/কেন্দ্রসমূহে পুনরায় ভোট গ্রহণের অনুমতি দিবে।

৮. ভোট গণনা

প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত অন্যান্য ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের নিয়ে ভোট গ্রহণের নির্ধারিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর ভোটকেন্দ্রেই ভোট গণনার কাজ শুরু ও শেষ করবেন।

৮.১ ভোট গণনার প্রাথমিক কার্যক্রম

ভোট গ্রহণের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন ভোট কক্ষে ব্যবহৃত ব্যালট বাক্সগুলো একটি বড়ো কক্ষে এনে সকল ব্যালট বাক্স হতে ব্যালট পেপার বের করতে হবে। ব্যালট পেপারগুলো বের করে তিন স্তরের তিন ধরনের (মহানগর কমান্ড দুই ধরনের ব্যালট পেপার) পৃথক পৃথকভাবে সাজিয়ে গণনা করতে হবে। উল্লিখিত ব্যালট পেপারের মধ্যে যেগুলো সঠিকভাবে ভোটাধিকার প্রদান করা হয়নি সেগুলোকে বাতিল ব্যালট বলে গণ্য করে আলাদা একটি প্যাকেটে রাখতে হবে। উক্তরুপ কার্যক্রমও প্রার্থীর এজেন্ট/প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্পন্ন করতে হবে। কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের ভোট গণনা সর্বাগ্রে শুরু ও শেষ করতে হবে। অতঃপর জেলা/মহানগর কমান্ড এবং সর্বশেষ উপজেলা কমান্ডের ভোট গণনা শুরু ও শেষ করতে হবে।

৮.২ ভোট গণনার বিবরণী প্রস্তুতকরণ

প্রিজাইডিং অফিসার তিন স্তরের কমান্ড কাউন্সিলের বিভিন্ন পদে প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীগণের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, জেলা/মহানগর ও উপজেলা কমান্ডের আলাদা ভোট গণনার ০৫ (পাঁচ) সেট বিবরণী প্রস্তুত করবেন। উক্ত ভোট গণনার ০১ (এক) সেট বিবরণী ভোটকেন্দ্রে টাঙানো হবে ও ক্ষেত্র বিশেষে প্রার্থীদের বিতরণের লক্ষ্যে একাধিক কপি তৈরি করতে হবে। ভোট গণনার সময় উপস্থিত প্রার্থী/প্রার্থীর প্রতিনিধির স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে।

৮.৩ ভোট গণনার বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ

ভোট গণনার কাজ শেষ হওয়ার পর প্রিজাইডিং অফিসার ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত সকল দ্রব্যাদি একটি ব্যাগে সিলগালা করবেন। তবে ভোট গণনার বিবরণী ব্যাগের বাইরে রাখতে হবে। উক্ত ভোট গণনার বিবরণীর মধ্যে ০১

(এক) সেট (প্রতি কমান্ডের এক কপি করে) নিজের কাছে রেখে অবশিষ্ট ০৩ (তিন) ইউনিটের প্রতিটির ০৩ (তি... কপি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট জমা দিতে হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ভোট গণনার বিবরণী ০১ (এক) কপি করে নিজের কাছে রাখবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার জেলা কমান্ড কাউন্সিল নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসারের নিকট ০২ (দুই) কপি এবং কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট ভোট গণনার বিবরণী ০২ (দুই) কপি প্রেরণ করবেন। সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জেলা কমান্ডের রিটার্নিং অফিসার হিসেবে ০১ (এক) কপি নিজের কাছে রাখবেন ও অপর কপি নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করবেন। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সহকারী রিটার্নিং অফিসার হিসেবে ০১ (এক) কপি নিজের কাছে রাখবেন এবং অপর কপি কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন।

৯. ফলাফল একত্রীকরণ

৯.১ ফলাফল একত্রীকরণ

যেহেতু একটি উপজেলায় একটি ভোটকেন্দ্র থাকবে, সেহেতু উপজেলা কমান্ড নির্বাচনের ফলাফল একত্রীকরণের প্রয়োজন নেই। ভোট গণনার বিবরণীর আলোকে চূড়ান্ত ফলাফল প্রস্তুত করতে হবে। জেলা কমান্ড নির্বাচনের জন্য সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে ভোট গণনার বিবরণী প্রাপ্তির পর রিটার্নিং অফিসার বিভিন্ন পদভিত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রাপ্ত ভোটগুলো যোগ করে একটি একীভূত বিবরণী প্রস্তুত করবেন ও ফলাফল প্রস্তুত করবেন। কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার তাঁর জেলার ভোট গণনার বিবরণী অবিলম্বে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়) প্রেরণ করবেন। মহানগর কমান্ডের একটি ভোটকেন্দ্র হলে ফলাফল একত্রীকরণের প্রয়োজন নেই। তবে একাধিক কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ হলে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার বিভিন্ন পদভিত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রাপ্ত ভোটগুলো একীভূত করে ফলাফল প্রস্তুত করবেন।

৯.২ সমসংখ্যক ভোট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ

ফলাফল একত্রীকরণের পর যদি দেখা যায় যে, দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সমসংখ্যক ভোট পেয়েছেন, সে ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার তাৎক্ষণিকভাবে অনুরূপ প্রার্থীগণের মধ্যে লটারির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। লটারির ফলাফল যে প্রার্থীর অনুকূলে যাবে তিনি সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন বলে গণ্য করে তাকে নির্বাচিত ঘোষণা করবেন। উপস্থিত সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁদের প্রতিনিধির সামনে উক্ত লটারি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে। রিটার্নিং অফিসার এ সংক্রান্ত একটি কার্যবিবরণী প্রস্তুত করে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও প্রতিনিধিগণের স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন।

১০. বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা

১০.১ বেসরকারি ফলাফল

ভোট গণনার বিরবণী প্রাপ্তির সাথে সাথে উপজেলা কমান্ড নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা কমান্ড নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করবেন। জেলা/মহানগর কমান্ডের রিটার্নিং অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক /অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেলা/মহানগর কমান্ড নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করবেন। অনুরুপভাবে কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের রিটার্নিং অফিসার কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল নির্বাচনের বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করবেন।

১০.২ নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম-ঠিকানা গেজেটে প্রকাশ

রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে প্রাপ্ত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের বিভিন্ন স্তরের পদভিত্তিক নির্বাচিত প্রার্থীর নাম-ঠিকানা গেজেটে প্রকাশের জন্য নির্বাচন কমিশন সরকারি মুদ্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

১১. নির্বাচন পরিচালনা ব্যয়

মাঠ পর্যায়ে নির্বাচন পরিচালনার জন্য ব্যয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাহ করা হবে।

১২. নির্বাচন কমিশনের বিশেষ ক্ষমতা

নির্বাচন কমিশনের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নির্বাচনে বলপ্রয়োগ, ভীতি প্রদর্শন এবং চাপ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন বিরাজমান অপকর্মের কারণে ন্যায়সংগত ও নিরেপক্ষভাবে নির্বাচন পরিচালনা সম্ভব হবে না, সে ক্ষেত্রে কমিশন নির্বাচনের যে-কোনো পর্যায়ে যে-কোন ভোটকেন্দ্রের ভোট গ্রহণ বন্ধ করতে পারবে। কমিশন কোনো ব্যালট পেপার বাতিল বা গ্রহণসহ, এই নির্দেশনার অধীন কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ পুনর্বিবেচনা করতে পারবে। কমিশন নির্বাচন নিরপেক্ষ, ন্যায়সংগত ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য তার মতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাবলী জারি করতে, ক্ষমতা প্রয়োগ করতে এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আদেশ প্রদান করতে পারবে।

১৩. স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ

মনোনয়নপত্র বিতরণ, গ্রহণ, বাছাই, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রচার-প্রচারণা, ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ আয়োজন, সর্বোপরি ভোট গ্রহণের দিন ভোটারদের লাইন ব্যবস্থাপনা এবং ভোটকেন্দ্রে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গ: আচারণ নির্দেশিকা

১. শিরোনাম

এই নির্দেশিকা বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, জেলা/মহানগর ও উপজেলা কমান্ড নির্বাচনে প্রার্থীর আচরণ নির্দেশিকা, ২০২২-২৩ নামে অভিহিত হইবে।

২. সংজ্ঞা

ক. প্রার্থী: বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, জেলা/মহানগর ও উপজেলা কমান্ড নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ব্যক্তি।

খ. নির্বাচন কমিশন: বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, জেলা/মহানগর ও উপজেলা কমান্ড নির্বাচন ২০২২-২৩ অনুষ্ঠানের জন্য গঠিত কমিশন।

গ. কমিশনার: (খ) উপ দফায় গঠিত কমিশনের সদস্যগণ।

ঘ. যথাযথ কর্তৃপক্ষ: কমিশন বা কমিশনের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত/দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা।

৩. চাঁদা, অনুদান ইত্যাদি সংক্রান্ত: কোনো প্রার্থী কিংবা তাঁহার পক্ষ হইতে অন্য কোনো ব্যক্তি;

ক. নির্বাচনপূর্ব সময়ে নির্বাচন পরিচালনার জন্য কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো প্রকার চাঁদা বা অনুদান গ্রহণ করিতে/প্রদান করিতে বা প্রদানের অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না।

খ. নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া ভোটারগণকে অর্থ বা কোনোরূপ উপঢৌকন প্রদান করিতে বা প্রদানের অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না।

৪. সভা অনুষ্ঠান, মিছিল সংক্রান্ত: কোনো প্রার্থী কিংবা তাঁহার পক্ষ হইতে অন্য কোনো ব্যক্তি;

ক. জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোনো সড়কে জনসভা কিংবা পথসভা করিতে পারিবেন না।

খ. কোনো সভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোনোভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শরণাপন্ন হইবেন। তাঁহারা আইন নিজের হাতে তুলিয়া এমন কিছু করিতে পারিবেন না যাহাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে।

গ. কোনো ট্রাক, বাস, নৌযান, ট্রেন কিংবা অন্য কোনো যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল কিংবা মশালমিছিল বাহির করিতে পারিবেন না কিংবা কোনোরূপ শোডাউন করিতে পারিবেন না।

ঘ. মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোনো প্রকার মিছিল কিংবা শোডাউন করিতে পারিবেন না।

ঙ. নির্বাচনি প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করিয়া বক্তব্য প্রদান বা কোনো ধরনের তিক্ত বা উসকানিমূলক কিংবা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোনো বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না।

চ. যে-কোনো ধরনের প্রচারণায় মাননীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য বা উপজেলা চেয়ারম্যান বা কোনো সরকারি কর্মকর্তার কোনো প্রকার সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৫. প্রচার, পোস্টার ও লিফলেট সংক্রান্ত

ক. বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ একটি অরাজনৈতিক সংগঠন বিধায় আসন্ন নির্বাচনে কোনো প্রার্থী/প্যানেল সরকারের কোনো উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি কিংবা কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তির নাম, ছবি বা সমর্থনের কথা উল্লেখ করিয়া কোনো ধরনের প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না।

খ. কোনো প্রার্থী কিংবা তাঁহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো দালান, দেওয়াল বা যানবাহনে কোনো প্রকার পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাইতে পারিবেন না। তবে পোস্টার, লিফলেট ঝুলাইতে বা টাঙাইতে পারিবেন।

গ. কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদির উপর অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি লাগানো যাইবে না এবং উক্ত পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদির কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন তথা বিকৃতি বা বিনষ্ট করা যাইবে না।

ঘ. কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নিজের ব্যতীত অন্য কোনো মৃত/জীবিত ব্যক্তির ছবি পোস্টারে ছাপাইতে পারিবেন না।

৬. **দেওয়াল লিখন সংক্রান্ত:** কোনো প্রার্থী কিংবা তাঁহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি;

ক. দেওয়ালে লিখিয়া কোনো প্রকার নির্বাচনি প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না।

খ. কালি বা রং দ্বারা বা অন্য কোনোভাবে দেওয়াল ছাড়াও কোনো দালান, বাড়ি বা ঘরের ছাদ, যানবাহন বা অন্য কোনো স্থাপনায় প্রচারণামূলক কোনো লিখন বা অঙ্কন করিতে পারিবেন না।

৭. ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জা সংক্রান্ত

ক. নির্বাচনি প্রচারণায় কোনো গেট/তোরণ নির্মাণ করা যাইবে না।

খ. নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোনো প্রকার আলোকসজ্জা করিতে পারিবেন না।

গ. কোনো সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনি ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না।

৮. ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত

ক. ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনি কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট, নির্বাচন পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ এবং কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে।

খ. পোলিং এজেন্টগণ তাঁহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবেন।

৯. প্রচারণার সময় সংক্রান্ত

ক) প্রার্থিতা চূড়ান্ত হইবার পূর্বে কোনো ব্যক্তি নির্বাচনি প্রচার শুরু করিতে পারিবেন না।

খ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষিত সময় হইতে ২৪ ঘণ্টা পূর্বে নির্বাচনি প্রচার বন্ধ করিতে হইবে।

১০. মুক্তিযোদ্ধা সংসদের দপ্তর/যানবাহন/অন্যান্য দ্রব্যাদি ব্যবহার সংক্রান্ত

নির্বাচনের জন্য কোনো প্রার্থী কিংবা তাঁহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের উপজেলা/জেলা/কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের দপ্তর/যানবাহন/দ্রব্যাদি ব্যবহার কিংবা অন্য কোনো প্রকার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

১১. নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম সংক্রান্ত

ক) এই নির্দেশিকায় যে-কোনো নির্দেশ লঙ্ঘন নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম হিসেবে গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অনিয়মের দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি প্রতিকার চাহিয়া সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার বরাবরে দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবেন। রিটার্নিং অফিসার প্রাপ্ত দরখাস্ত তদন্তপূর্বক নিস্পত্তি করিবেন কিংবা প্রয়োজনবোধে মতামতসহ সিদ্ধান্তের জন্য নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করিবেন।

খ) নির্বাচনপূর্ব অনিয়মের বিষয়ে সরাসরি নির্বাচন কমিশনে কোনো দরখাস্ত দাখিল করা হইলে এবং উক্ত দরখাস্ত কমিশনের বিবেচনায় বস্তুনিষ্ঠ হইলে কমিশন উহা তদন্তের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক তাহা কার্যকরী করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

গ) কোনো তথ্যের ভিত্তিতে বা অন্য কোনোভাবে কমিশনের নিকট কোনো নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হইলে, কমিশন-

ক) উহা প্রয়োজনীয় তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন; কিংবা

খ) কমিশন নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক তাহা বাস্তবায়নের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিবেন।

১২. নির্দেশনা লঙ্ঘনের ফলাফল

কোনো প্রার্থী বা তাঁহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচনপূর্ব সময়ে এই নির্দেশনার কোনো নির্দেশনা লঙ্ঘন করিলে কমিশন উক্ত প্রার্থীকে নির্বাচনে অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন।

রতন চন্দ্র পন্ডিত
প্রধান সমন্বয়কারী
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নির্বাচন ২০২২-২৩

ঘ: পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১

রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নির্বাচন ২০২২-২৩
....
....

(বিজ্ঞপ্তি)

(খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশসংক্রান্ত)

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে এতদ্দ্বারা আমি .... (নাম ও পদবি) .... (জেলার/মহানগরের) .... উপজেলার/জোনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করিতেছি। (উপজেলা/জোনের নাম)

০২। উক্ত ভোটার তালিকায় কোনো মৃত মুক্তিযোদ্ধার নাম অন্তর্ভুক্ত থাকিলে অথবা ভোটার তালিকায় কোনো ডুপ্লিকেট নাম থাকিলে অথবা করণিক ত্রুটি থাকিলে শুধুমাত্র ভোটারগণকে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশনার তারিখ হইতে পরবর্তী সময়...মধ্যে অফিস সময়ে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে দরখাস্ত করিতে হইবে।

বি.দ্র. অফিস সময়ে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে খসড়া ভোটার তালিকা দেখা যাইবে।

স্থান: ....

তারিখ: ....

রিটার্নিং অফিসার
স্বাক্ষর ও সিল

পরিশিষ্ট-২

রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নির্বাচন ২০২২-২৩
....
....

(বিজ্ঞপ্তি)

(চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশসংক্রান্ত)

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নির্বাচনের লক্ষ্যে এতদ্দ্বারা আমি..
ও রিটার্নিং অফিসার ....
জেলার/মহানগরের...
(জেলা ও মহানগরের নাম)

....উপজেলা/জোনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ভোটারগণের অবগতির জন্য প্রকাশ
(উপজেলা/জোনের নাম) করিতেছি।

স্থান: ....

তারিখ: ....

রিটার্নিং অফিসার
স্বাক্ষর ও সিল

মনোনয়ন ফর্মের নমুনা

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল/জেলা কমান্ড/মহানগর কমান্ড/উপজেলা কমান্ডের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য

মনোনয়নপত্র

(প্রস্তাবকারী কর্তৃক পূরণীয়)

আমি এতদ্দারা জনাব/বেগম...

পিতা/স্বামী...মুক্তিযোদ্ধা ভোটার নম্বর..................

মাতা...

ঠিকানা...

....

মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল/জেলা কমান্ড/মহানগর কমান্ড/উপজেলা কমান্ডের.....................................কে নির্বাচনে............................পদে প্রার্থীরূপে প্রস্তাব করিতেছি।

(ক) প্রস্তাবকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা: ....

(খ) প্রস্তাবকারীর মুক্তিযোদ্ধা ভোটার তালিকায় ক্রমিক নং..............................

প্রস্তাবকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

(সমর্থনকারী কর্তৃক পূরণীয়)

আমি এতদ্দারা উপরে বর্ণিত মনোনয়ন সমর্থন করিতেছি।

(ক) সমর্থনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা: ....

(খ) সমর্থনকারীর মুক্তিযোদ্ধা ভোটার তালিকায় ক্রমিক নং............................

সমর্থনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

(প্রার্থীর ঘোষণা ও বিবৃতি)

মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নির্বাচনে আমি অযোগ্য নহি ও উপরে বর্ণিত মনোনয়ন প্রস্তাবে আমি সম্মতি প্রদান করিয়াছি এবং উল্লিখিত পদ ও কমান্ড ব্যতিত অন্য কোনো পদে আমি প্রার্থী হই নাই এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারীকৃত বিভিন্ন নির্দেশনা পালনের অঙ্গীকার করিতেছি।

প্রার্থীর নাম...

স্বাক্ষর...

ভোটার তালিকার ক্রমিক নং...................

প্রার্থিত প্রতীকের নাম...

(রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণীয়)

মনোনয়নপত্রের ক্রমিক নং/নম্বর....................

এই মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী/প্রস্তাবক/সমর্থক...কর্তৃক ....তারিখে......................ঘটিকায় আমার কার্যালয়ে দাখিল করা হইল।

রিটার্নিং অফিসার

তারিখ.........................

(মনোনয়নপত্র বাছাই করে গ্রহণ/বাতিল সংক্রান্ত রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্ত)

আমি মনোনয়নপত্রটি বাছাই করিয়াছি। বাছাইঅন্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করা হইল:

রিটার্নিং অফিসার

তারিখ.........................

(প্রাপ্তিস্বীকার পত্র)

(এই অংশটুকু মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় দাখিলকারীকে ফেরত দিতে হইবে)

এই মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী/প্রস্তাবক/সমর্থক...কর্তৃক ....তারিখে..................ঘটিকায় আমার কার্যালয়ে আমার নিকট দাখিল করা হয়। মনোনয়নপত্র ....তারিখে ....ঘটিকায় বাছাই করা হইবে। প্রার্থী অথবা প্রস্তাবক অথবা সমর্থক ঐ সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

রিটার্নিং অফিসার

তারিখ.........................

মনোনয়নপত্র পূরণের নিয়মাবলি

১) মনোনয়নপত্রের প্রতিটি ঘর যথাযথভাবে পূরণ করিতে হইবে। কোনো ঘর অসম্পূর্ণ বা খালি রাখা যাইবে না।

২) মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় মনোনয়নপত্র ক্রয়ের রসিদ সংযুক্ত করিতে হইবে।

৩) প্রযোজ্য পদের জন্য ধার্যকৃত জামানতের টাকা জমাদানের রসিদ সংযুক্ত করিতে হইবে।

৪) মনোনয়নপত্রে প্রস্তাবকারী, সমর্থনকারী এবং প্রার্থীর জন্য নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইবে।

৫) প্রস্তাবকারী কর্তৃক বর্ণিত নিয়মাবলি প্রতিপালনে ব্যর্থতায় মনোনয়নপত্র বাতিল হইতে পারে।

পরিশিষ্ট-৪

সংলাগ-ক

কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল

১)	চেয়ারম্যান	-	১জন
২)	ভাইস চেয়ারম্যান	-	৬জন
৩)	মহাসচিব (প্রশাসন)	-	১জন
৪)	মহাসচিব (অর্থ ও পরিকল্পনা)	-	১জন
৫)	মহাসচিব (কল্যাণ ও পুনর্বাসন)	-	১জন
৬)	যুগ্ম মহাসচিব	-	৪জন
৭)	সাংগঠনিক সম্পাদক	-	১জন
৮)	সহ সাংগঠনিক সম্পাদক	-	৪জন
৯)	সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য	-	১৫জন
১০)	কার্যকরী সদস্য	-	৭জন
	মোট পদ সংখ্যা	-	৪১টি

সংলাগ-খ

জেলা কমান্ড/মহানগর কমান্ড

১)	জেলা কমান্ডার	-	১জন
২)	ডেপুটি জেলা কমান্ডার	-	২জন
৩)	সহকারী কমান্ডার (সাংগঠনিক)	-	১জন
৪)	সহকারী কমান্ডার (প্রচার)	-	১জন
৫)	সহকারী কমান্ডার (তথ্য ও গবেষণা)	-	১জন
৬)	সহকারী কমান্ডার (অর্থ)	-	১জন
৭)	সহকারী কমান্ডার (সাহিত্য ও সংস্কৃতি)	-	১জন
৮)	সহকারী কমান্ডার (ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ)	-	১জন
৯)	সহকারী কমান্ডার (ক্রীড়া)	-	১জন
১০)	সহকারী কমান্ডার (শ্রম ও জনশক্তি)	-	১জন
১১)	সহকারী কমান্ডার (দপ্তর)	-	১জন
১২)	সহকারী কমান্ডার (প্রকল্প ও সমবায়)	-	১জন
১৩)	সহকারী কমান্ডার (শিক্ষা, পাঠাগার ও মিলনায়তন)	-	১জন
১৪)	কার্যকরী সদস্য	-	৩জন
	মোট পদ সংখ্যা	-	১৭টি

সংলাগ-গ

উপজেলা কমান্ড

১)	উপজেলা কমান্ডার	-	১জন
২)	উপজেলা ডেপুটি কমান্ডার	-	১জন
৩)	সহকারী কমান্ডার (সাংগঠনিক)	-	১জন
৪)	সহকারী কমান্ডার (পুনর্বাসন, সমাজকল্যাণ-শহিদ ও যুদ্ধাহত)	-	১জন
৫)	সহকারী কমান্ডার (তথ্য ও গবেষণা)	-	১জন
৬)	সহকারী কমান্ডার (অর্থ)	-	১জন
৭)	সহকারী কমান্ডার (ক্রীড়া ও সংস্কৃতি)	-	১জন
৮)	সহকারী কমান্ডার (দপ্তর ও পাঠাগার)	-	১জন
৯)	সহকারী কমান্ডার (ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ)	-	১জন
১০)	কার্যকরী সদস্য	-	২জন
	মোট পদ সংখ্যা	-	১১টি

রতন চন্দ্র পন্ডিত
প্রধান সমন্বয়কারী
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নির্বাচন ২০২২-২৩